Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা

সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

মোস্তফা আমির সাব্বিহ

সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

নেত্রকোনাঃ ১৩ ডিসেম্বর ২০২০

সূচি

- ভূমিকা
- নির্বাচিত ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার অবস্থা ও অবস্থান
- করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতাঃ মূল্যায়ন কাঠামো ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন
- ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ
- করণীয় ও সুপারিশমালা

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাকাংখী ও ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে সেকথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীর অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোভিড মহামারী পূর্ব-বিদ্যমান দুর্বলতাগুলিকে আরও সংকটময় এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে
- সিপিডি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৩ কোটি, যা সর্বশেষ জড়িপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭)-র প্রায় ২০.১ শতাংশ। সিপিডি আরও প্রাক্কলন করেছে যে এই মহামারী (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে উন্নীত করতে পারে। এই "নতুন দরিদ্র"র সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ

ভূমিকা

- সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যা নেত্রকোনার মতো তুলনামূলকভাবে বেশী দুর্যোগ প্রবণ জেলাগুলির পরিস্থিতি আরও সংকটময় করেছে
  - ইউএনওএসএটি এর স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২ থেকে ২৭ জুলাই সময়ের মধ্যে নেত্রকোনার মোট ভূমির প্রায় **৪৬%** এবং প্রায় **৫৯%** গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছে
- কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্য সহায়তা (চাল); দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি
  - **আমাদের বর্তমান কর্মসূচি প্রতিবেদনের জন্য আমরা শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তা-জিআর (চাল) এবং নগদ সহায়তা-২,৫০০ টাকা এবং জিআর (নগদ) কর্মসূচিকে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করেছি**
- এছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান এবং অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে

ভূমিকা

- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকা এলাকার আয়তন প্রায় ২.০ মিলিয়ন হেক্টর এবং এ এলাকায় প্রায় ১৯.৪ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার ১২.৯%, ২০১১ সাল) লোক বসবাস করেন
- ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ু রীতির কারণে এটি বাংলাদেশের একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘন ঘন বন্যা, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

নির্বাচিত ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার অবস্থা ও অবস্থান

এসডিজি ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত **সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা

ত্রাণ কর্মসূচি (খাদ্য এবং নগদ সহায়তা), কৃষি প্রণোদনা

এসডিজি ২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে বিপন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী **নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধা নির্মূল**

এসডিজি ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও **সামাজিক সুরক্ষা** বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন করা

নির্বাচিত ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার অবস্থা ও অবস্থান

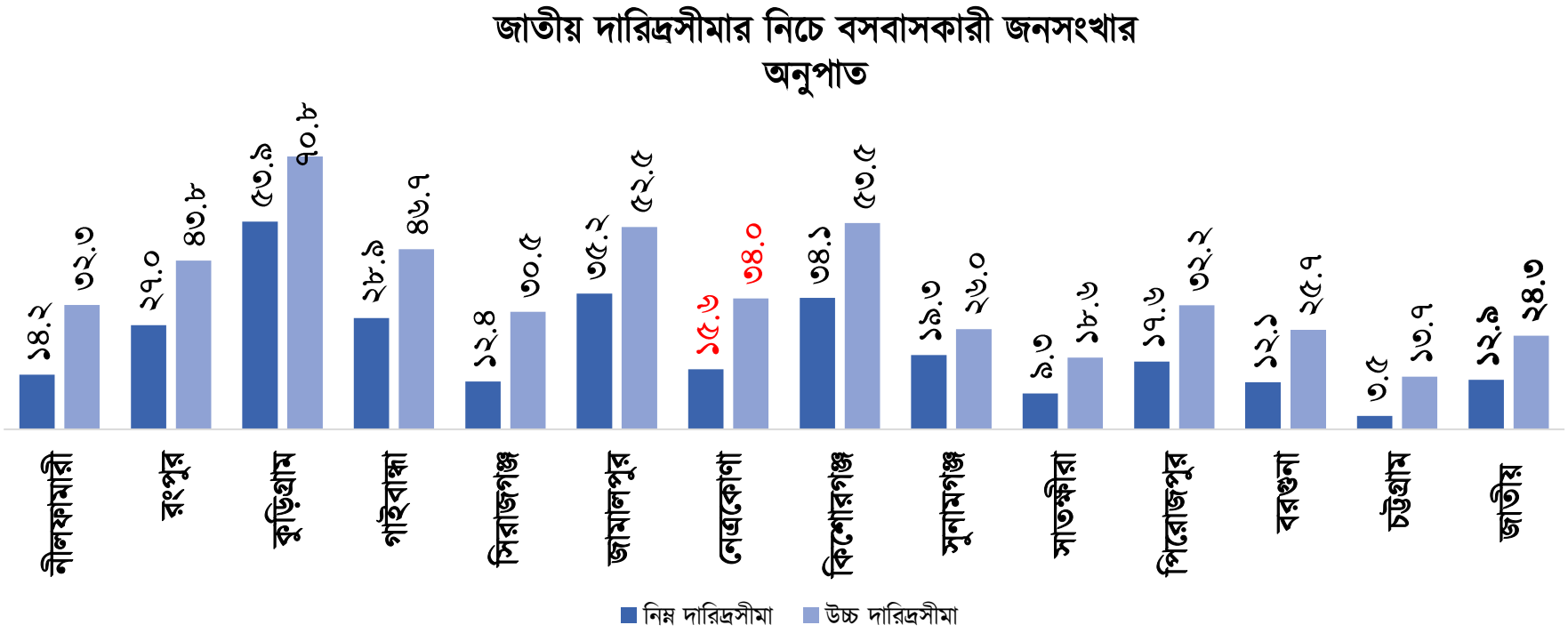

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী নেত্রকোনার জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছুটা উপরে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে নেত্রকোনার ১০ উপজেলার মধ্যে মদন (৪১.৬%), কেন্দুয়া (৪০.৯%), কলমাকান্দা (৩৭.৬%), খালিয়াজুড়ি (৩৭.২%), পূর্বধলা ৩৫.৪%) এবং বারহাট্টা (৩৫.২%) উপজেলায় দারিদ্রের হার নেত্রকোনা জেলার সামগ্রিক গড় হারের চেয়ে বেশী

নির্বাচিত ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার অবস্থা ও অবস্থান

- নেত্রকোনার খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি
  - নেত্রকোনার খানাসমূহের আয়ের প্রায় ৬৮% আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্ম-কর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অনান্য
নীলফামারী	১৭.৩	২৮.৩	৪৫.৬	২০.২	২১.১	৯.০	৪.০
রংপুর	২৬.৮	২৫.৫	৫২.৩	১৪.৩	২২.১	৬.১	৫.৪
কুড়িগ্রাম	২৮.৫	৩৮.৩	৬৬.৮	১৭.৩	৮.১	৫.১	২.৮
গাইবান্ধা	২৪.৯	৩২.৩	৫৭.২	১৫.৭	১৪.৮	৭.২	৫.১
সিরাজগঞ্জ	২২.০	২২.৮	৪৪.৮	১৩.৭	১৯.৬	১১.৭	১০.২
জামালপুর	৩৫.৩	২৭.০	৬২.৪	১৬.৪	৭.১	৫.৫	৮.৫
নেত্রকোণা	৩৫.৫	২৮.০	৬৩.৫	১৫.৭	৫.৯	৬.৬	৮.১
কিশোরগঞ্জ	২৫.৮	১৮.২	৪৪.১	১৪.৪	২১.৭	১০.৭	৯.১
সুনামগঞ্জ	৩৫.৬	৩২.৫	৬৮.১	৭.৬	১৩.৩	৩.৩	৭.৪
সাতক্ষীরা	২৭.৩	২৫.৬	৫২.৯	১৯.১	১৫.০	৪.৬	৮.৩
পিরোজপুর	২১.২	১৪.২	৩৫.৪	১১.১	২০.৮	১৪.৯	১৭.৭
বরগুনা	২৪.৭	৮.২	৩২.৯	১৯.৯	২১.৬	৯.৫	১৬.০
চট্টগ্রাম	১৩.৫	৬.৭	২০.২	১৭.১	১২.৯	৩৫.৯	১৪.০
জাতীয়	**২৩.২**	**১৮.৮**	**৪২.০**	**১৭.৩**	**১৪.৩**	**১৫.২**	**১১.১**

উৎসঃ শ্রমশক্তি ২০১০

নির্বাচিত ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার অবস্থা ও অবস্থান

নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%)

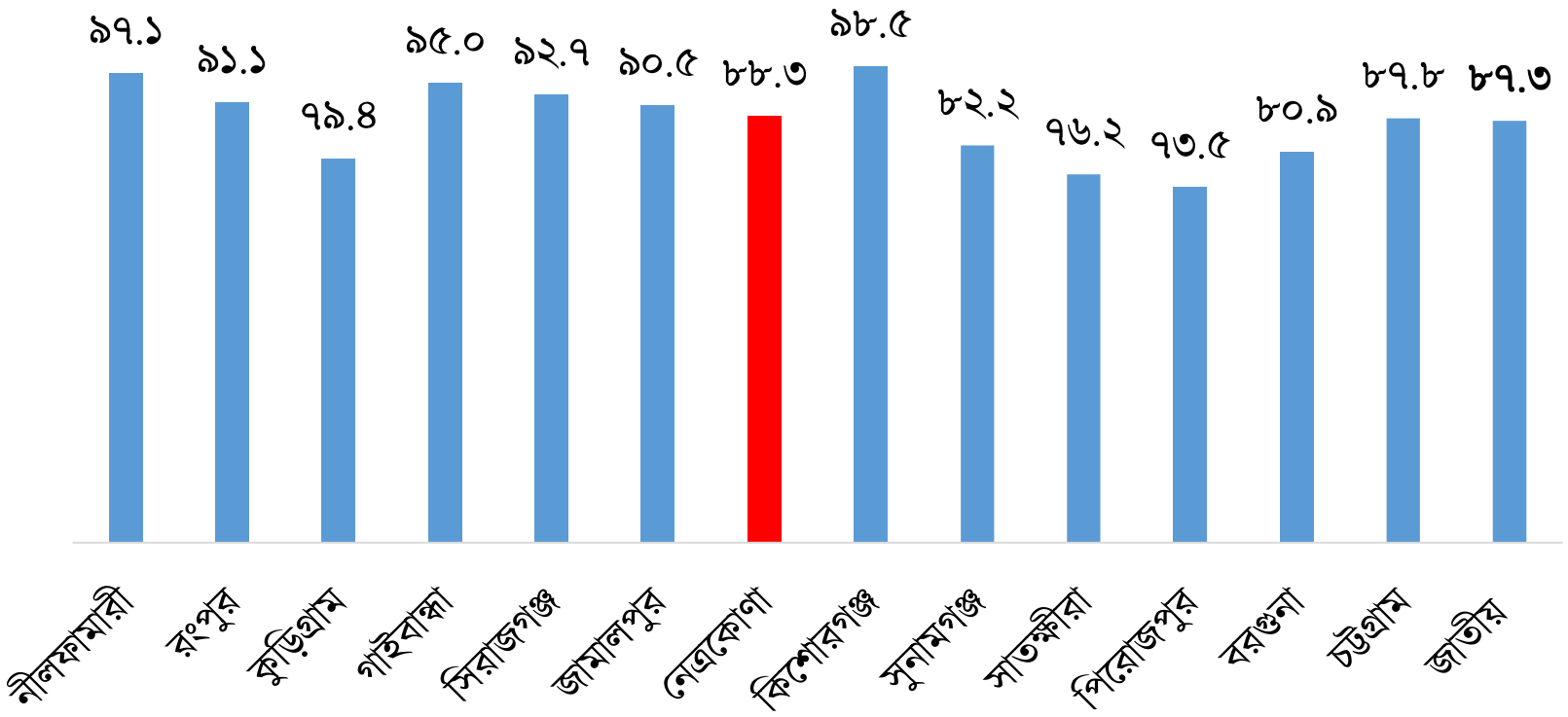

উৎসঃ ACBSS-২০১৭

- নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাতে নেত্রকোনার হার জাতীয় হারের সমপর্যায়ের

করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

উৎসঃ Rubio ২০১১-এর আলোকে প্রস্তুত

বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি পূনর্বাসন কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

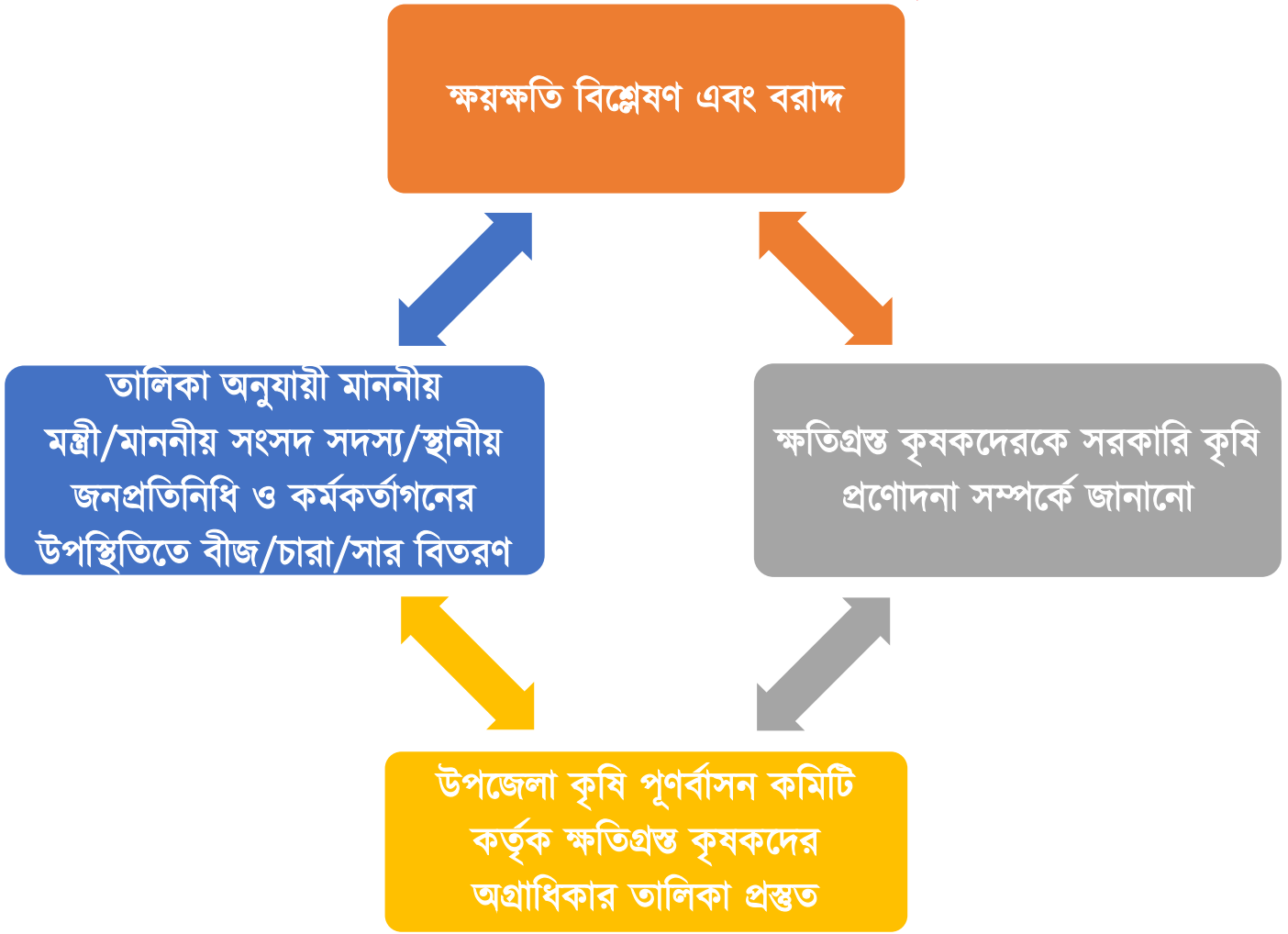

উৎসঃ Authors

প্রতিবেদনের জন্য তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (নেত্রকোনা) থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং করোনা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রনালয় এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় (নেত্রকোনা) থেকে কৃষি প্রণোদনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- সরকার নির্ধারিত সেবার সাথে চিহ্নিত এলাকায় প্রদেয় সেবার তুলনা করার জন্য রেফারেন্স হিসেবে "করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২০" এবং "মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১২-১৩" ব্যবহার করা হয়েছে
- ত্রাণ কর্মসূচি সম্পর্কিত স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য নেত্রকোনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি), ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং দুই ইউনিয়নের দুজন জনপ্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কৃষি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপপরিচালক (জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়) এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তাদের কাছ থেকে প্রাণ সেবার গুণগত মান সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়
- উপকারভোগীদের মতামতের জন্য মোহনগঞ্জ উপজেলার ০৪নং মাঘান-সিয়াধার ইউনিয়নের দুইটি সিবিওর মোট ৩৪ জন সদস্যের (উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় উভয়) সাথে এফজিডি এর মাধ্যমে করোনা ও বন্যা সম্পর্কিত ত্রাণ এবং কৃষি সহায়তা সেবার তথ্য যাচাই করা হয় ও তাদের মতামত নেয়া হয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততা

ত্রাণ সহায়তা ও নগদ অর্থের বরাদ্দ, বিতরন ও মজুদের পরিমান

	বরাদ্দ	বিতরন	মজুদ	বরাদ্দকৃত ত্রানের বিতরন হার (%)
জিআর চাল (মে. টন)	৩,৬২৯.৬	২,৯২৬.৫	৭০৩.০	৮০.৬
নগদ অর্থ (কোটি টাকা)	২.১	২.১	০.০	১০০.০

উৎসঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (নেত্রকোনা)

- জিআর (চাল) ৮০.৬% বিতরন করা হয়েছে এবং নগদ অর্থ ১০০% বিতরন করা হয়েছে
- এছাড়া জেলা পর্যায়ের তথ্যমতে, ২,৫০০ টাকা মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য এমন ৭৫,০০০ জনের একটি তালিকা জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। মোহনগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার তথ্যমতে উপজেলা থেকে প্রেরণকৃত প্রায় ৬,০০০ জনের তালিকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭০% এর কাছাকাছি মানুষ এই সহায়তা পেয়েছে
- জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান বরাদ্দের (বিশেষ করে চাল) কোন ঘাটতি ছিল না এবং কিছু অতিরিক্ত চাল ফেরতও পাঠানো হয়। যদিও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (মোহনগঞ্জ) কার্যালয় থেকে জানানো হয় চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেয়া যায় নি যা সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চাহিদা এবং উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

উপজেলা ভিত্তিক জিআর (চাল) এবং নগদ অর্থ এর বিভাজন

উপজেলার নাম	উপজেলায় দারিদ্রের হার (২০১০)	জিআর চাল (মে. টন)	উপজেলা প্রতি বিতরণ হার	নগদ অর্থ (লক্ষ টাকা)	উপজেলা প্রতি বিতরণ হার
দুর্গাপুর	৩০.২	৩১৬.৫	১০.৮	২১.৫	১০.১
কলমাকান্দা	৩৭.৬	২৯২.০	১০.০	২২.৮	১০.৭
নেত্রকোণা সদর	৩০.৮	৫৮২.০	১৯.৯	৪০.২	১৮.৮
বারহাট্টা	৩৫.২	২৩৯.০	৮.২	১৭.১	৮.০
কেন্দুয়া	৪০.৯	৩১৭.০	১০.৮	২৩.১	১০.৮
আটপাড়া	৩১.৬	২০৮.০	৭.১	২১.০	৯.৮
মোহনগঞ্জ	৩৪.৩	২৫৫.০	৮.৭	১৬.১	৭.৬
মদন	৪১.৬	২৫৯.০	৮.৯	১৬.৪	৭.৭
খালিয়াজুড়ি	৩৭.২	১৪৯.০	৫.১	১১.৮	৫.৫
পূর্বধলা	৩৫.৪	৩০৯.০	১০.৬	২৩.৬	১১.০
মোট	৩৫.৩	২,৯২৬.৫	১০০.০	২১৩.৩	১০০.০

উৎসঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (নেত্রকোনা) এবং খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০

মদন এবং খালিয়াজুড়ি উপজেলার দারিদ্রের হার বেশী হলেও ত্রাণ বরাদ্দ (চাল, খাদ্যদ্রব্য এবং নগদ) তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে নেত্রকোনা সদরে দারিদ্রের হার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ বরাদ্দের হার সর্বোচ্চ। এখানে জেলার জন্য বরাদ্দকে উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী বিভাজন করা হয়েছে বলে জেলা এবং উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

খানার সংখ্যা হিসাবে জিআর, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী এবং নগদ অর্থ এর বিভাজন

উপজেলার নাম	খানার তথ্য	জিআর চাল বিতরন		নগদ অর্থ বিতরন	
	খানা সংখ্যা	প্রাপ্ত খানার হার	খানা প্রতি বিতরণ (কেজি)	প্রাপ্ত খানার হার	খানা প্রতি বিতরণ (টাকা)
দুর্গাপুর	৫৮,৬৬১.০	৫৪.০	১০	৭.৩	৫০০
কলমাকান্দা	৬৮,২৯৭.০	৪২.৮	১০	৬.৭	৫০০
নেত্রকোণা সদর	৯৪,৯১৬.০	৬১.৩	১০	৮.৫	৫০০
বারহাট্টা	৪৩,৯০২.০	৫৪.৪	১০	৭.৮	৫০০
কেন্দুয়া	৭২,৮২৫.০	৪৩.৫	১০	৬.৩	৫০০
আটপাড়া	৩৫,২৭৩.০	৫৯.০	১০	১১.৯	৫০০
মোহনগঞ্জ	৪১,৩৫৮.০	৬১.৭	১০	৭.৮	৫০০
মদন	৩৫,৪৪২.০	৭৩.১	১০	৯.৩	৫০০
খালিয়াজুড়ি	২২,৬৮৫.০	৬৫.৭	১০	১০.৪	৫০০
পূর্বধলা	৭৭,২৬৫.০	৪০.০	১০	৬.১	৫০০
মোট	৫৫০,৬২৪.০	৫৩.১	১০	৭.৭	৫০০

উৎসঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়(নেত্রকোনা)

খানার আনুপাতিক হার বিবেচনা করলে দেখা যায় অতি দরিদ্রপ্রবণ উপজেলাসমূহে, যেমনঃ মদন এবং খালিয়াজুড়িতে তুলনামূলকভাবে বেশী খানা ত্রাণ (চাল, খাদ্যদ্রব্য এবং নগদ) বিতরণের আওতায় ছিল, যা ইতিবাচক।

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সেবা সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা

- ❑ জেলা এবং উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেবা সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণার জন্য মাইকিং এবং লিফ্লেট বিতরণ করা হয়
- ❑ তাছাড়া সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং 'হটলাইন' নাম্বারের প্রচারণার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার লক্ষণীয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

Uno Mohonganj Netrokona
April 16 ·

*** প্রসঙ্গ: স্বেচ্ছাসেবক ***

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিবর্গের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তাতে আমরা অভিভূত!

ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক এখন পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮৯ জন স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা পাওয়া গেছে। সেইসাথে প্রতি ইউনিয়নে উপজেলা প্রশাসন থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং, গভর্ণিং ও পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ সচেতনতা, দায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিজেরা নিশ্চিত করত: উক্ত কর্মকর্তাগণের (এলাকাভিত্তিক) সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে তাঁদের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন জনসচেতনামূলক কার্যক্রম (নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, ত্রাণ সহায়তা, মেডিকেল টীমকে সহায়তা, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, শৃংখলা বজায় রাখা প্রভৃতি) ও বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবকগণকে দল-মত নির্বিশেষে একসাথে একেকটা ইউনিট হিসেবে টীম ওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে কেবল সেবার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করা এবং এই কাজ করতে গিয়ে বিদ্যমান আইনের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে সুবিবেচনা প্রসূত কর্মপন্থায় নি:স্বার্থভাবে সেবা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বেচ্ছাসেবকগণকে যথাদ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের টীমের সাথে যোগাযোগ করে (ফোন নাম্বার সংযুক্ত) কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে কাজ

- ❑ অপরপক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ের সিবিও সদস্যদের মাঝে সেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়
  - সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে এমন সিবিও সদস্যরা নির্বাচনের বিভিন্ন মানদন্ড, কার কাছে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে অথবা কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা যাবে এসব বিষয়ে অবগত নন

- ❑ সিবিও সদস্যদের মাঝে ত্রাণের জন্য আবেদন এবং ত্রাণ গ্রহনের জন্য নির্ধারিত হটলাইন নাম্বার সম্পর্কে ধারণা নেই
- ❑ এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক লোকজন মোবাইল এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারে পিছিয়ে আছে যা সরকার পর্যায়ের প্রযুক্তিভিত্তিক এই ভাল উদ্যোগগুলি তাদের কাছে পৌঁছানোতে বিঘ্ন ঘটায়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাভোগী নির্বাচন

- জেলা, উপজেলা উভয় পর্যায় থেকেই জানানো হয় নির্ধারিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা প্রস্তুতে স্বেচ্ছাসেবকগণ বড় ভূমিকা পালন করে বলে জানানো হয়েছে
  - মোহনগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন
- প্রায় ১৮,০০০ জন সুবিধাভোগীর তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ল্যাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়
- এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা জানান তারা এই তালিকা স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন
- ২,৫০০ টাকা সহয়তার তালিকা সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাভোগী নির্বাচন

- **সিবিও সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনাকালীন খাদ্য (চাল) এবং ২,৫০০ টাকা (নগদ) সহায়তা প্রদানের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয়করণ এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ পাওয়া যায়**
  - উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ০৪নং মাঘান-সিয়াধার ইউনিয়নের সিবিও সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের প্রায় সকলের পরিবারেই কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি করোনাকালীন (সাধারণ ছুটি) লকডাউনের সময় কর্মহীন এবং আয়হীন হয়ে পরে এবং শহর থেকে গ্রামে চলে আসে কিন্তু তারা কোন চাল পাবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এক্ষত্রে যাদের মেম্বার/চেয়ারম্যানের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল শুধু তারাই কার্ড পেয়েছিল
  - ২,৫০০ টাকার ক্ষেত্রে ঘোষণা পেয়ে তারা অনেকেই বাজারে তালিকা প্রস্তুতের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শুধুমাত্র তাদের দলীয় এবং পরিচিত মানুষদের কাছে থেকেই ভোটার আইডি কার্ড এবং মোবাইল নাম্বার নিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়
  - এক্ষেত্রে তাঁরা কেউ সরকারের হটলাইন নাম্বার সম্পর্কে অবগত নন বলে জানা গেছে
  - ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রেই পুরনো সুবিধাভোগীদের মধ্যে থেকেই তালিকা তৈরি করা হয়েছে যার ফলে ‘নতুন দরিদ্র’ যারা অনেকেই করোনাকালীন কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন নি
- কমিউনিটি ভলান্টিয়ারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইউনিয়ন পরিষদে কোন তালিকা টাঙ্গানো নেই কিন্তু তালিকা দেখতে চাইলে পরিষদ থেকে এনে তা দেখানো হয়

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাপ্রাপ্তি

ডুপ্লিকেশন (একাধিক সুবিধাভোগ) রোধ এবং অধিক মানুষকে ত্রাণ সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের অভিনব উদ্যোগ

- নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন এক্ষেত্রে উপকারভোগীদের বিভিন্ন গ্রুপের জন্য বিভিন্ন রঙিন কার্ড চালু করেছিল যাতে ত্রাণ বিতরণকারী এবং সুবিধাভোগীরা আরও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করতে পারে ও সুবিধা পেতে পারে
- এই প্রকল্পটি শুরু করতে, ডিসি অফিস ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় ১৮,০০০ পরিবারের একটি তালিকা তৈরি করে। সুবিধাভোগীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যারা যে ধরনের ত্রাণসেবা পাবেন তার ভিত্তিতে তালিকাটি তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল- ওএমএস, জিআর (চাল), এবং নগদ অর্থ গ্রহণকারী। ওএমএস স্কিম দ্বারা উপকৃতদের নীল রঙের কার্ড সরবরাহ করা হয়েছিল এবং জিআর স্কিম দ্বারা উপকৃতদের সবুজ রঙের কার্ড সরবরাহ করা হয়েছিল
- ত্রাণ কার্ডের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের একটি তালিকা তৈরি করেছে যাতে ত্রাণ বিতরণের সময় বিতরণকারীরা তালিকাটির পাশাপাশি সুবিধাভোগীদের ত্রাণ কার্ড পরীক্ষা করতে পারেন যাতে সুবিধাভোগীরা ওয়ার্ডভিত্তিক ত্রাণ সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে পারেন
- যেহেতু ওএমএস এবং জিআর স্কিমের অধীনে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন রঙিন কার্ড সরবরাহ করা হয়েছিল, এ পদ্ধতির মাধ্যমে ডিসি অফিস বিভিন্ন রঙের কার্ডধারীদের জন্য বিভিন্ন দিনে ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়াটি সংগঠিত করতে সক্ষম হয়
- এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন আবার অন্যজন মোটেই সংগ্রহ করতে পারছেন না এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছিল

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ত্রান প্রাপ্তির শতকরা বিভাজন

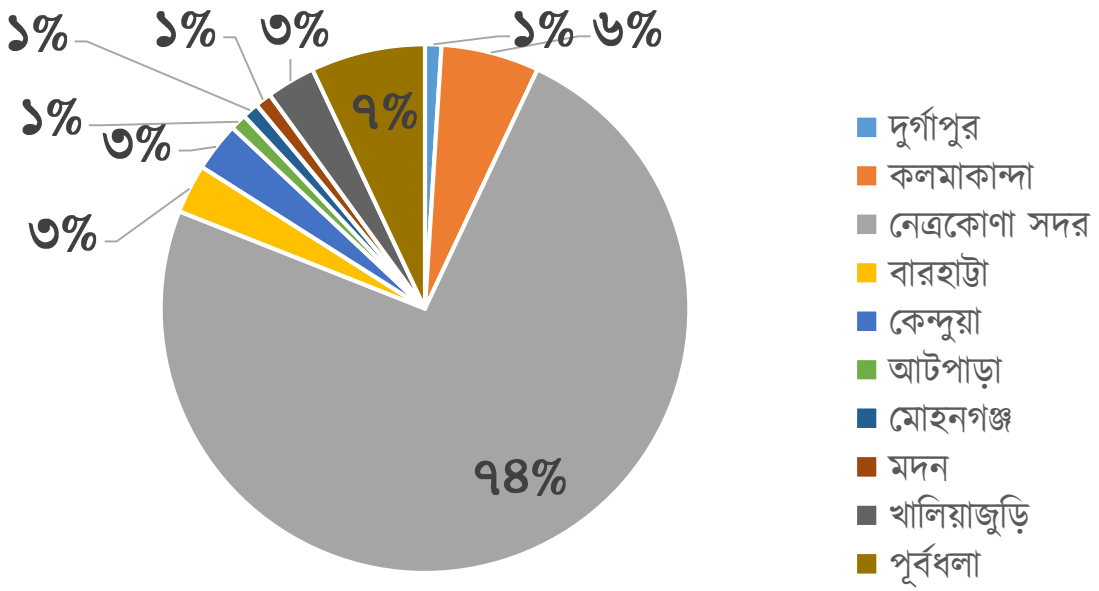

উৎসঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়(নেত্রকোনা)

- ডিজিটাল ডিভাইস (৩৩৩ এবং ইমেইল) ব্যবহারের মাধ্যমে মোট ৩,৭৬০ জন ত্রান সহায়তা গ্রহন করেছেন
- নেত্রকোনা সদর উপজেলায় ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ত্রান প্রাপ্তির হার সর্বোচ্চ (৭৪%)
- জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান করোনা সেবার জন্য হটলাইন ব্যবহার অনেক বেড়েছে । হটলাইন রিসিভ করার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি আছেন। করোনার জন্য মানুষ খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একইসাথে ডিজিটাল ডিভাইডের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে

নেত্রকোনা জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং)

- ২,৫০০ টাকার সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে ৩/৪ বার সংশোধন করা হয়েছিল বলে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান। অধিকাংশের প্রাথমিক পর্যায়ে মোবাইল নাম্বার না থাকায় অথবা ভুল নাম্বার দেয়ার কারণে এবং পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাত্র ৭/৮ দিন সময় বেঁধে দেয়ার কারণে এই সমস্যা হয় বলে জানানো হয়। যদিও যাচাই বাছাই করে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ১ মাসের বেশী সময় লেগে যায়
  - এক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান তারা মোবাইল নাম্বারের সমস্যা দূর করার জন্য ব্যাংক এশিয়ার সহায়তায় তালিকাভুক্ত যাদের পরিবারের কারও মোবাইল নাম্বার নেই তাদের বিনে পয়সায় সিম কিনে দেয়
- ত্রাণের চাল বিতরণের সময় যাতে সঠিক পরিমাণে বিতরণ করা হয়, সে উপলক্ষ্যে ট্যাগ অফিসারগণ বিতরণ স্থানে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত ছিলেন বলে জানানো হয়

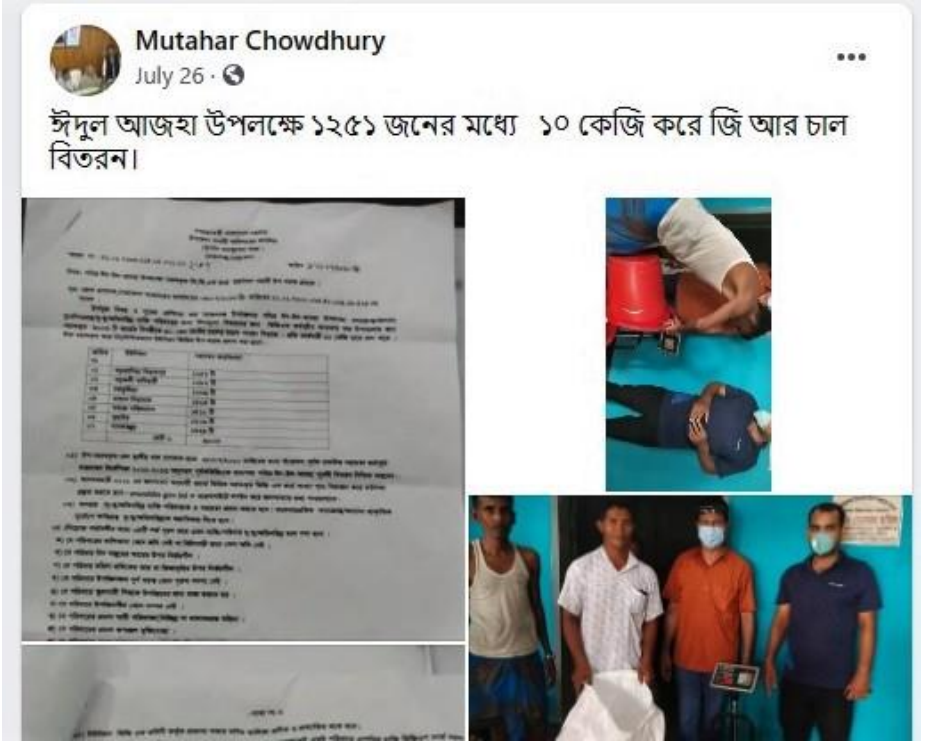

বড়কাশিয়া বিরামপুর ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যান এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে ওজন মেপে নির্ধারিত পরিমাণ চাল বিতরণ

অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

- **অভিযোগ গ্রহণ এবং তার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করার সুযোগ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোন উদ্যোগের প্রসার ঘটেনি**
  - উপজেলা অফিসে বেশীরভাগ অভিযোগ আসে সুবিধাভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা সরাসরি অফিসে চলে আসেন। কোন 'হটলাইন' অথবা বিরোধ নিষ্পত্তির কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। ফলে, দূরবর্তী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের যেকোন অভিযোগের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়
  - জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান ২,৫০০ টাকার সহায়তা কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে সফল না হওয়ার পেছনে জনগনের ভুল তথ্য প্রদান দায়ী। এক্ষেত্রে নির্বাচিত মানুষ নিজেরা ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, ভুল নাম্বার দিয়ে থাকে। এসব কারনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনগন ডিজিটাল ব্যবহার সম্পর্কে অনেক পিছিয়ে আছে। এই বিষয়ে জনগনের সচেতনতা ও সক্ষমতা বাড়ানো খুব বেশী প্রয়োজন। অনেকে মেম্বারের নাম্বার দিয়ে থাকে টাকা রিসিভ করার জন্য; এসব ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা হয়ে থাকে

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি

১৯ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)

- মোট উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা ১৬০ টি (মোট উপজেলার ৩৩%)
- মোট উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা ১০২৬ টি (মোট ইউনিয়নের ২৩%)
- মোট পানিবন্দী পরিবার সংখ্যা ৭ লাখ ৯২ হাজার ৭৪৮
- মোট ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯ লাখ ৫২ হাজার ৪৩৭ জন

এছাড়া ১৯ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (কৃষি মন্ত্রণালয়)

- এই বন্যায় ৩৭টি জেলায় সর্বমোট ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে
- বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমির পরিমাণ ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৮ হেক্টর, যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৮১৪ হেক্টর (**৬১.৮%**)
- সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২ হাজার ২১৩ হেক্টর জমির আউশ ধান, ৭০ হাজার ৮২০ হেক্টর জমির আমন ধান এবং ৭ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমির আমন বীজতলা (**আমনঃ মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির প্রায় ৫০%**)
- ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২ লাখ ৭২ হাজার ১৫১ জন

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ ও বরাদ্দ

এই বন্যায় নেত্রকোনায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ/পরিবারের তুলনামূলক চিত্র

জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা
নেত্রকোনা	**৭**	**৪১**	**৩০০**	**১১০,৩৫০**
রংপুর	৩	১৩	০	৬৩,৩৮৮
কুড়িগ্রাম	৯	৫৬	৬২,৬৩০	২৫০,৫২০
গাইবান্ধা	৬	৪৫	৫৪,৩২৫	২৫২,৪১০
নীলফামারী	২	৯	০	২৭,০৮০
সিরাজগঞ্জ	৭	৬৪	১১৮,৯৭২	৫০৩,৭৯৫
জামালপুর	৭	৫৯	২৪৮,৬৩৪	৯৯৪,৭০৭
কিশোরগঞ্জ	৮	৪৩	১৫,৩৬৯	৪৭,৫৫২
সুনামগঞ্জ	১১	৮৮	৪০	১৭৬,৭১২

উৎসঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এই বন্যায় জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনার সবচেয়ে বেশী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমুহে কৃষকদের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বিতরনের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	বীজতলার পরিমাণ (একর)	বীজ (কেজি)	বীজ ও চারা বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সার বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট অর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
নেত্রকোনা	১৫.০	৪,৫০০	৫.৬	০.৩	০.২	৬.১
নীলফামারী	৩.০	৯০০	১.১	০.১	০.০	১.২
রংপুর	৫.০	১,৫০০	১.৯	০.১	০.১	২.০
কুড়িগ্রাম	১০৫.০	৩১,৫০০	৩৯.৬	২.১	১.১	৪২.৮
গাইবান্ধা	১০৫.০	৩১,৫০০	৩৯.৪	২.১	১.১	৪২.৬
সিরাজগঞ্জ	২০.০	৬,০০০	৭.৫	০.৪	০.২	৮.১
জামালপুর	৭০.০	২১,০০০	২৬.৩	১.৪	০.৭	২৮.৪
কিশোরগঞ্জ	২.০	৬০০	০.৮	০.০	০.০	০.৮
সুনামগঞ্জ	১.০	৩০০	০.৪	০.০	০.০	০.৪

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমুহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপনের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের উৎপাদন ও বিতরণ বাবদ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	ট্রেতে উৎপাদিত চারা পাবে এমন কৃষকের সংখ্যা	বীজ ও চারা বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট অর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
নেত্রকোনা	৮০	২.৫	০.২	২.৭	৩,৩৮০
নীলফামারী	৩২	১.০	০.১	১.১	৩,৩৮০
রংপুর	৪৮	১.৫	০.১	১.৬	৩,৩৮০
কুড়িগ্রাম	১১২	৩.৬	০.২	৩.৮	৩,৩৮০
গাইবান্ধা	৯৬	৩.১	০.২	৩.২	৩,৩৮০
সিরাজগঞ্জ	৪৮	১.৫	০.১	১.৬	৩,৩৮০
জামালপুর	১১২	৩.৬	০.২	৩.৮	৩,৩৮০
কিশোরগঞ্জ	৩২	১.০	০.১	১.১	৩,৩৮০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যাদুর্গত জেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী শাক-সব্জির বীজ বিতরণ

জেলা	কৃষকের সংখ্যা	স্বল্পমেয়াদী বীজ বাবদ বরাদ্দ (টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ	দীর্ঘমেয়াদী বীজ বাবদ বরাদ্দ (টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ
নেত্রকোনা	২,০০০	৩৮৯,৫০০	১৯৫	১৭০,০০০	৮৫
সুনামগঞ্জ	১,১০০	১৮১,২২৫	১৬৫	৯৩,৫০০	৮৫
কিশোরগঞ্জ	৩,৫০০	৬৮১,৬২৫	১৯৫	২৯৭,৫০০	৮৫
নীলফামারী	১,০০০	২০৪,৭৫০	২০৫	৮৫,০০০	৮৫
রংপুর	১,৮০০	৩৬৮,৫৫০	২০৫	১৫৩,০০০	৮৫
কুড়িগ্রাম	১০,৯০০	২,২৩১,৭৭৫	২০৫	৯২৬,৫০০	৮৫
গাইবান্ধা	১৩,৫০০	২,৭৬৪,১২৫	২০৫	১,১৪৭,৫০০	৮৫
সিরাজগঞ্জ	১৪,৪০০	২,৮০৪,৪০০	১৯৫	১,২২৪,০০০	৮৫
জামালপুর	৮,০০০	১,৩৯৮,০০০	১৭৫	৬৮০,০০০	৮৫

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রবি মৌসুমের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	কৃষকের সংখ্যা	বীজ বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সার বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট অর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
সিরাজগঞ্জ	৫৬,০০০.০	৩৫৫.৩	৮১.৮	৩৮.৬	৪৭৫.৭	৮৪৯.৫
নেত্রকোনা	১৫,০০০.০	৭৫.৩	২৬.৭	১০.৩	১১২.৩	৭৪৮.৭
নীলফামারী	৭,০০০.০	৩২.৮	১৩.১	৪.৪	৫০.৩	৭১৮.৬
রংপুর	৩০,০০০.০	১৮২.১	৪৫.৪	২০.১	২৪৭.৬	৮২৫.৩
কুড়িগ্রাম	৪৮,৫০০.০	৪২০.৮	৪৫.৪	৩১	৪৯৭.১	১,০২৪.৯
গাইবান্ধা	৩৬,০০০.০	২০৩.৬	৫৮.২	২৪.৩	২৮৬.১	৭৯৪.৭
সুনামগঞ্জ	৩০,০০০.০	১৩.৪	৫.৬	২.২	২১.২	৭০.৭
জামালপুর	১১০,০০০.০	৭৩১.৮	১৫৩.৪	৭৬.৭	৯৬১.৮	৮৭৪.৪
কিশোরগঞ্জ	৪১,৫০০.০	২৭১.৬	৫৮.৮	২৮.৭	৩৫৯.১	৮৬৫.৩

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে
- তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জানান সামগ্রিকভাবে যে বরাদ্দ আসে তা দিয়ে শুধুমাত্র ১-৫% চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়

নেত্রকোনা জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণ (স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

- জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস থেকে জানানো হয় সরকারি কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কে সকল কৃষক অবগত আছেন। এক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণার তেমন প্রয়োজন হয় না। কৃষকেরা এখন অনেক সচেতন। তারা নিজ উদ্যোগেই সরকারি বিভিন্ন কৃষি সহায়তা এবং সেবা সম্পর্কে জানতে এগিয়ে আসে
- এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি কমিটি যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মৌলভী, শিক্ষক আছেন তাদের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের মাঝে বীজ/সার/চারা বিতরণ করা হয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা কোথাও টাঙ্গানো হয় না
  - এক্ষত্রে সিবিওদের সাথে কথা বলে ভিন্ন ধরনের তথ্য উঠে আসে। এই বন্যায় তথ্য প্রদানকারী ১৪ জন্য সিবিও সদস্যের প্রায় সকলের কৃষি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ১ জন কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি সম্পর্কে জানেন। বাকিদের না জানার পেছনে প্রচারণার অভাব এবং তাদের নিজেদের চেষ্টার অভাব রয়েছে বলে কমিউনিটি ভলান্টিয়ারের পক্ষ থেকে জানানো হয়
  - তালিকা প্রস্তুতের জন্য কোন কৃষি অফিস থেকে কেউ উক্ত এলাকায় আসেন নি বলে জানানো হয়
  - একইভাবে শুধুমাত্র ১ জন সরিষার বীজ পেয়েছেন বলে জানান

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ এবং কৃষি পূনর্বাসন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে

করোনা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি

১। বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততাঃ বরাদ্দকৃত ত্রাণের পুরো অংশ যথেষ্ট উদ্যোম এবং স্বচ্ছতার সাথে বিতরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, চাহিদা এবং উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে আরও সমন্বয়ের জায়গা আছে

২। সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণাঃ ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত 'হটলাইন' নাম্বারসহ বিভিন্ন অভিনব যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনও সচেতন নন। এক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল অ্যাকসেস ও লিটারেসি এবং প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ জেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার কিছুটা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলেও প্রান্তিক, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে)। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি (যেমনঃ প্রচারণায় ঘাটতি আছে)

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

৪। যাচাই-বাচাই ও মনিটরিংঃ তালিকাভুক্তদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া মোটামুটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিতরণের সময় নির্ধারিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক তালিকায় যেন অধিক যোগ্য প্রান্তিক মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের অধিক তদারকির প্রয়োজন আছে

৫। অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থাঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির কোন প্রযুক্তি নির্ভর এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেই

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

বন্যা মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

- **বীজের চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক অপ্রতুল**
- **বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে হয় না**
  - সেবা প্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবা প্রত্যাশীদের সচেতনতা এবং নিজস্ব উদ্যোগের অভাব এক্ষেত্রে বড় অন্তরায়
  - অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন না করা এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বঞ্চিত হয়
  - ত্রাণ সেবার মত কৃষি পুনর্বাসন সেবার ক্ষেত্রেও নির্ধারিত 'হটলাইন' নাম্বার এবং এর প্রচারণা না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি সেবার জন্য আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন
- **অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা এবং কারা কোন সহায়তা কতটুকু পাবেন তার তথ্য ইউনিয়ন বা উপজেলা অফিসে টাঙ্গানো না থাকায় কৃষকদের প্রায়শই এ সকল তথ্যের জন্য মেম্বার/চেয়ারম্যানদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়**

করণীয় ও সুপারিশমালা

ত্রাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেত্রকোনায় সরকারি ত্রাণ এবং কৃষি কর্মসূচির অধিকতর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনার দাবি রাখেঃ

ত্রাণ সহায়তা ক্ষেত্রে

১। সঠিক চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার, জনঘনত্বের হার, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিতে কাজে লাগিয়ে রিয়াল টাইম ম্যাপিং করা যেতে পারে ও বিকাশমান পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে

২। ত্রাণ সেবা সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমনঃ হটলাইন/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক ‘হটলাইন-৩৩৩’/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন
- এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই ‘হটলাইন’ সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মাঝে তুলে ধরবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়
- করোনার মত বিপর্যয়ের সময়ে যারা 'নতুন দরিদ্র' দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে
- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা করতে সক্ষম হন
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা কার্যক্রম ভালোভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন

৪। ইউনিয়ন, গ্রাম এবং মহল্লার মত স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোতে ত্রাণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের সময়েই সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং তদারকি বৃদ্ধি করা যেন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্বাচন মানদন্ড অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে পারেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৫। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি তৈরি করা যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কাজ করবেন

বন্যা মোকাবেলায় কৃষি পুনর্বাসন সহায়তার ক্ষেত্রে

৬। ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বীজের চাহিদা এবং বরাদ্দের তথ্যসহ জেলা পর্যায়ে চলমান 'কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির' আওতাধীন বিভিন্ন সহায়তার একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা

৭। এই সকল তথ্যসহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা ইউনিয়ন এবং উপজেলা অফিসে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে যেন সেবাপ্রত্যাশী কৃষকেরা সহজেই তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন

৮। চাহিদার তুলনায় যেহেতু বরাদ্দ অপর্যাপ্ত, তাই কমিউনিটি বীজতলায় রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী অধিক হারে স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করা এবং স্থানীয়ভাবে বাড়তি চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা

করণীয় ও সুপারিশমালা

৯। সরকারি কৃষি প্রণোদনাসমূহ যেন দুর্যোগে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কৃষকদের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে
- এক্ষেত্রে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করবেন
- আলোচ্য কমিটি সরকারি কৃষি সহায়তা সম্পর্কে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবগত করতে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাবেন এবং সেবা প্রত্যাশীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন

১০। উত্থাপিত অভিযোগসমূহের তালিকা প্রণোয়ন করতে হবে এবং কি পদক্ষেপ এগুলোর প্রেক্ষিতে নেয়া হয়েছে তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ও বাস্তবায়িত করতে হবে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ